গোপন সাদাকা উত্তম

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের ভালো করতে বলেনঃ

وَافْعَلِ الْخَيْرَ

"ওয়াফ'আলিল খাইর"। "ভালো কর", তিনি আদেশ করেন। ভালোত্ব প্রথমে উপকার করে তার মালিকের। আর সাদাকা দান করা ভালোর সর্বোচ্চ। সাদাকা দান কর।

অতীতে মানুষেরা তাদের বাম হাতকে জানতে দিত না তাদের ডান হাত কি দিয়েছে। সাদাকা দেয়া হত গোপনে। তাই তা লোক দেখানোর জন্য হত না, সাদাকা দেয়া হত সত্যতার সাথে আল্লাহ্র জন্য। "আমি দিচ্ছে কিন্তু কারও তা জানা উচিত নয়"। আল্লাহ্ জানলেই হবে, এটাই আসল ঈমান। আল্লাহ্ জানলে আর কারও জানার দরকার নেই। সবাইকে দেখানোর জন্য দান করে সেরকম লোকও আছে।

যাই হোক, সাদাকা দান করা প্রকাশ্যে বা গোপনে উভয়ই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। প্রকাশ্যে যখন সাদাকা দেয়া হয় তারও কিছু উপকারী দিক আছে। অন্যদেরকে তুমি এভাবে সাদাকা শেখাতে পারবে। সাদাকা দিতে হবে। কিছু সময় তা মানুষের নাফসকে স্ফীত করে। আমাদেরকে সে ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে। প্রকাশ্যে দান করার সময় বেশি না দেখানো ভালো।

তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গোপনে দান করা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা ভালো করে করতেন। সবাই জানে সাদাকা পাথর থাকত সেই সময়ে। লোকেরা তাদের সাদাকা সেই পাথরের উপর রাখত। যাদের প্রয়োজন তারা এসে সেখান থেকে নিয়ে যেত এবং কেউ তা জানতে পারত না। অনেক দরিদ্র মানুষ আছে, তাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কুর'আনে এই ব্যাপারে বলা হয়ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

"ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু আঘনিয়া মিনাত তা'আফফুফ" (সুরাহ বাকারাঃ২৭৩)। "যারা জানে না তারা ভাববে যে এরা ধনী তাদের ভিক্ষা করা থেকে নিজেদের সংবরণ করার কারণে"। তারা কাউকে বলে না কারণ তারা লজ্জা পায়।

এরকম মানুষদের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে সাদাকা পাথর ছিল। লোকেরা এসে সেখানে রাতের বেলা কাউকে না দেখিয়ে সাদাকা রেখে যেত এবং যে দরিদ্র সে এসে কারও চোখে না পড়ে তা নিয়ে যেত এবং নিজের প্রয়োজন মেটাত। যাদের প্রয়োজন নেই তারা কি সেখান থেকে নিত? তা হত না। অতীতে মানুষেরা আরও সাবধান ছিল। তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করত।

অবশ্যই হাজারে একজন সেরকম লোকও আসত, কিন্তু পুরো জনগণকে প্রশিক্ষণ দিত শেইখগণ এবং হোজাগণ এবং লোকেরা আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করত তাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য। বর্তমান অবস্থায় লোকেরা চাইলে প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করতে পারে। কোন বাঁধা নেই, কিন্তু আমরা বলছি কোনটা বেশি উত্তম।

গোপনে দেয়া সাদাকা, নাফসকে স্ফীত না করার জন্য, নিজের জন্য উত্তম বেশি। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবাইকে এই ইসলামী আদাব শেখার তাওফিক দান করেন। এই সুন্দর আদাব যেন আমাদের সবার মধ্যে থাকে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্‌ যেন তোমাদের নিয়ে সন্তুষ্ট হোন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৫ জানুয়ারী ২০১৭/১৭ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।